সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসিরুদ্দীনের গল্প

সত্যজিৎ রায়

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের গল্প

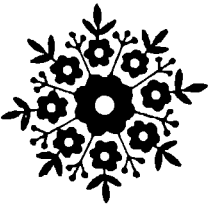

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ ১ বৈশাখ ১৩৯২ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০৫০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৯২ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০৫০০
তৃতীয় মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৯৩ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০৫০০
চতুর্থ মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯৬ **মুদ্রণ সংখ্যা** ১০৫০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ সত্যজিৎ রায়

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০

এই লেখকের অন্যান্য বই

প্রোফেসর শঙ্কু
বাদশাহী আংটি
এক ডজন গপ্‌পো
প্রোঃ শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা
গ্যাংটকে গণ্ডগোল
সোনার কেল্লা
বাক্স-রহস্য
কৈলাসে কেলেঙ্কারি
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু
রয়েল বেঙ্গল রহস্য
আরো একডজন
জয় বাবা ফেলুনাথ
ফটিকচাঁদ
ফেলুদা এণ্ড কোং
মহাসংকটে শঙ্কু
গোরুস্থানে সাবধান
স্বয়ং প্রোফেসর শঙ্কু
ছিন্নমস্তার অভিশাপ
হত্যাপুরী
আরো বারো
যখন ছোট ছিলাম
যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে
শঙ্কু একাই ১০০
টিনটোরেটোর যীশু
এবারো বারো
ফেলুদা ওয়ান ফেলুদা টু
সেরা সন্দেশ (সম্পাদিত)
বিষয় চলচ্চিত্র (প্রবন্ধ)
কাঞ্চনজঙ্ঘা (চিত্রনাট্য)
নায়ক (চিত্রনাট্য)
একেই বলে শুটিং

মোল্লা নাসীরুদ্দীনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এইসব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতি বছর নাসীরুদ্দীনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।

মোল্লা নাসীরুদ্দীন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তার গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।

মোল্লা
নাসীরুদ্দীনের
গল্প

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

রাস্তার কয়েকটি ছোকরা ফন্দি করেছে তারা মোল্লাসাহেবের জুতোজোড়া হাত করবে। একটা লম্বা গাছের দিকে দেখিয়ে তারা মোল্লাসাহেবকে বললে, 'ওই যে গাছ দেখছেন, ওটা চড়ার সাধ্যি কারুর নেই।'

'আমার আছে', বলে মোল্লাসাহেব জুতোজোড়া পা থেকে না খুলেই গাছটায় চড়তে শুরু করলেন।

বেগতিক দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, 'ও মোল্লাসাহেব, ওই গাছে আপনার জুতো কোনো কাজে লাগবে কি?'

মোল্লাসাহেব গাছের উপর থেকে জবাব দিলেন, 'গাছের মাথায় যে রাস্তা নেই তা কে বলতে পারে?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ২ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা একদিন তাকে বললে, 'চলো আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে খাব।'

'বেশ, এস আমার সঙ্গে,' বললে নাসীরুদ্দীন।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বললে, 'তোমরা একটু সবুর কর, আমি আগে গিন্নীকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।'

গিন্নী ত ব্যাপার শুনে এই মারে ত সেই মারে। বললেন, 'চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টি-খানি কথা? যাও, বলে এস ওসব হবেটবে না।'

নাসীরুদ্দীন মাথায় হাত দিয়ে বললে, 'দোহাই গিন্নী, ও আমি বলতে পারব না। ওতে আমার ইজ্জত থাকবে না।'

'তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাক। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।'

এদিকে নাসীরুদ্দীনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, 'ওহে নাসীরুদ্দীন, আমরা এসেছি, দরজা খোল।'

দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নীর গলা।

'ও বেরিয়ে গেছে।'

বন্ধুরা অবাক। 'কিন্তু আমরা ত ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে ত আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে ত বেরোতে দেখিনি।'

গিন্নী চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসীরুদ্দীন দোতলার ঘর থেকে সব শুনে আর থাকতে না পেরে বললে, 'তোমরা ত সদর দরজায় চোখ রেখেছ; সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীনের পোষা পাঁঠাটার উপর পড়শীদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসীরুদ্দীনকে বললে, 'ও মোল্লাসাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।'

'তাহলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক,' বললে নাসীরুদ্দীন।

সন্ধেবেলা পড়শীরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসীরুদ্দীনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।

'প্রলয়ই যদি হবে,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে জামা-গুলো আর কোন্ কাজে লাগবে ভাই? তাই আমি সে-গুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।'

৪

নাসীরুদ্দীন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে এক পড়শী জিগ্যেস করলে, 'ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?'

'আমার চাবিটা', বললে নাসীরুদ্দীন।

তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিগ্যেস করলে, 'ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা মনে পড়ছে?'

'আমার ঘরে।'

'সে কি! তাহলে এখানে খুঁজছ কেন?'

'ঘরটা অন্ধকার', বললে নাসীরুদ্দীন। 'যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখানেই ত খুঁজব!'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৫ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, 'ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।'

'কেন বাবা?'

'অভ্যেসটা ভালো,' বললেন নসুর বাপ। 'আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।'

'সে থলে ত আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা।'

'সেটা কথা নয়। আর তাছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি; তখন কোনো মোহরের থলে ছিল না।'

'তাহলে ভোরে উঠে লাভ কি বাবা?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৬ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নীকে দিয়ে বললে, 'আজ কাবাব খাব; বেশ ভালো করে রাঁধ দিকি।'

গিন্নী রান্নাটান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেললে। কর্তাকে ত আর সে কথা বলা যায় না, বললে, 'বেড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

'এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল?'

'সবটা।'

বেড়ালটা কাছেই ছিল, নাসীরুদ্দীন সেটাকে দাঁড়ি-

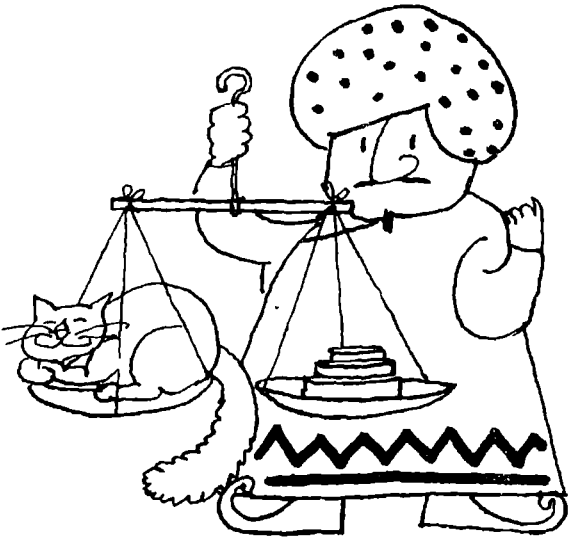

পাল্লায় চড়িয়ে দেখলে ওজন ঠিক এক সের।

'এটাই যদি সেই বেড়াল হয়', বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তাহলে বেড়াল কোথায়?'

৭

শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসীরুদ্দীনের সামনে পড়ে রাজামশাই ক্ষেপে উঠলেন। 'লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।'

রাজার হুকুম তামিল হল।

কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত।

রাজা নাসীরুদ্দীনকে ডেকে পাঠালেন।

'কসুর হয়ে গেছে নাসীরুদ্দীন। আমি ভেবেছিলাম

তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।'

নাসীরুদ্দীন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।

'আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে সেটা বুঝতে পারলেন না?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ৮ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসীরুদ্দীনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না।' নাসীরুদ্দীন এক কথায় রাজি।'

দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসীরুদ্দীন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, 'ভাই সকল, বল ত দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?'

সবাই বলে উঠল, 'আজ্ঞে সে ত আমরা জানি না।'

মোল্লা বলল, 'এটাও যদি না জান তাহলে আর আমি কী বলব। যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কি করে?'

এই বলে নাসীরুদ্দীন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।

গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।

'আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।'

নাসীরুদ্দীন গেলেন, আর আবার সেই প্রথম দিনের

প্রশ্ন দিয়েই শুরু করলেন। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।'

'সবাই জেনে ফেলেছ? তাহলে ত আর আমার কিছু বলার নেই'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার বাড়ি ফিরে গেলেন। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসীরুদ্দীন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তাঁর সেই বাঁধা প্রশ্ন করলেন। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল 'জানি', অর্ধেক বলল 'জানি না'।

'বেশ, তাহলে যারা জান তারা বলো, আর যারা জান না তারা শোন'—এই বলে নাসীরুদ্দীন আবার ঘরমুখো হলেন।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৯ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

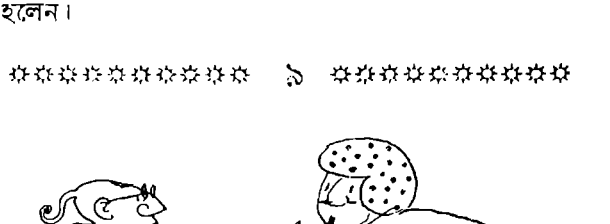

তর্কবাগীশ মশাই নাসীরুদ্দীনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন 'মূর্খ'।

নাসীরুদ্দীন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললে, 'ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম

ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১০ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, 'মোল্লাসাহেব, একবারটি নিচে আসবেন?'

নাসীরুদ্দীন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এল। ভিখিরি বলল, 'দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব?'

'তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমায় ছাত থেকে নামালে?'

ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব, –গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।'

'হুঁ...তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।'

ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'তুমি এসো হে: ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১১ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিগ্যেস করলে তার কী হয়েছে। লোকটা বললে, 'আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লা-সাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনো সুখের সন্ধান পাই।'

লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিসপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসীরুদ্দীন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিলে চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ

করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসীরুদ্দীনকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এই ভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চীৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গাছের আড়াল থেকে নাসীরুদ্দীন বললে, 'দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।'

১২

নাসীরুদ্দীন লেখাপড়া বেশি জানে না ঠিকই, কিন্তু তার গাঁয়ে এমন অনেক লোক আছে যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসীরুদ্দীনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখালে। লেখা শেষ হলে পর সে বললে, 'মোল্লাসাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ গিয়ে থাকে।'

নাসীরুদ্দীন 'প্রিয় ভাই আমার' পর্যন্ত পড়ে ঠেকে

গিয়ে বললে, 'পরের কথাটা 'বাক্স' না 'গরম' না 'ছাগল' সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেকি মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না ত অপরে পড়বে কী করে?'

'সেটা আমি কী জানি?' বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বলল, 'তা ঠিকই বললেন বটে। আর এ চিঠি ত আপনাকে লেখা নয়, কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী?'

'হক্ কথা,' বললে নাসীরুদ্দীন।

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৩ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

একদিন রাত্রে দুজনের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসীরুদ্দীন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।

লোকদুটো ছিল চোর। তারা বাক্সপ্যাঁটরা সবই খুলছে,

সেই সঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।

'কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?'

'লজ্জায়', বললে নাসীরুদ্দীন। 'আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

নাসীরুদ্দীন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, পাশে ফুলে ফলে ভরা বাগিচা দেখে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। প্রকৃতির শোভাও উপভোগ করা হবে, শর্টকাটও হবে।

কিছুদূরে যেতে না যেতেই নাসীরুদ্দীন এক গর্তের মধ্যে পড়ল, আর পড়তেই তার মনে এক চিন্তার উদয় হল।

'ভাগ্যে পথ ছেড়ে বনে ঢুকেছিলাম', ভাবলে নাসীরুদ্দীন। 'এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই যদি এমন বিপদ লুকিয়ে থাকে, তাহলে না-জানি ধুলো-কাদায় ভরা রাস্তায় কত নাজেহাল হতে হত!'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৫ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

রাজামশাই একদিন নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'বনে গিয়ে ভাল্লুক মেরে আনো।'

নাসীরুদ্দীন রাজার আদেশ অমান্য করে কী করে? অগত্যা তাকে যেতেই হল।

বন থেকে ফেরার পর একজন তাকে জিগ্যেস করলে, 'কেমন হল শিকার, মোল্লাসাহেব?'

'চমৎকার', বললে নাসীরুদ্দীন।

'কটা ভাল্লুক মারলেন?'

'একটিও না।'

'বটে? কটাকে ধাওয়া করলেন?'

'একটিও না।'

'সে কী! কটা দেখলেন?'

'একটিও না।'

'তাহলে চমৎকারটা হল কী করে?'

'ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে সে-জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৬ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

এক চাষা নাসীরুদ্দীনের কাছে এসে বলল, 'বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।'

নাসীরুদ্দীন মাথা নাড়লে। 'সে হবে না।'

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'আমার পায়ে জখম।'

'তাতে কী হল মোল্লাসাহেব?' চাষা অবাক হয়ে বললে, 'পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কি করে শুনি?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৭ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

এক বেকুবের শখ হয়েছে সে পণ্ডিত হবে। সে মনে মনে ভাবলে মোল্লার ত নামডাক আছে পণ্ডিত হিসেবে, তার কাছেই যাওয়া যাক, যদি কিছু শেখা যায়।

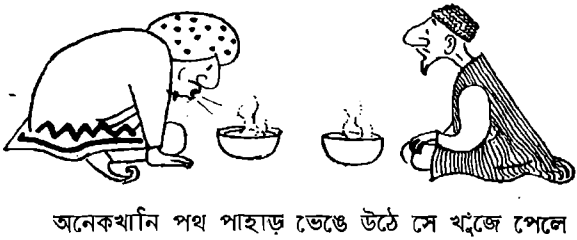

অনেকখানি পথ পাহাড় ভেঙে উঠে সে খুঁজে পেলে নাসীরুদ্দীনের বাসস্থান। ঢোকবার আগে জানালা দিয়ে দেখলে মোল্লাসাহেব ঘরের এককোণে ধুনুচির সামনে বসে নিজের দু হাতের তেলো মুখের সামনে ধরে তাতে ফুঁ দিচ্ছে।

ঘরে ঢুকে বেকুব প্রথমেই হাতে ফুঁ দেওয়ার কারণ জিগ্যেস করলে। 'ফুঁ দিয়ে হাত গরম করছিলাম', বলে নাসীরুদ্দীন চুপ করলে। বেকুব ভাবলে, একটা জিনিস ত জানা গেল। আর কিছু জানা যাবে কি?

কিছুক্ষণ পরে নাসীরুদ্দীনের গিন্নী দুবাটি গরম দুধ এনে কর্তা আর অতিথির সামনে রাখলেন। নাসীরুদ্দীন তক্ষুনি দুধে ফুঁ দিতে শুরু করলে।

এবার বেকুব সম্ভ্রমের সঙ্গে শুধোলে, 'হে গুরু, এবারে ফুঁ দেবার কারণটা কী?'

'দুধ ঠাণ্ডা করা', বললে নাসীরুদ্দীন।

বেকুব বিদায় নিলেন। যে লোক বলে ফুঁ দিয়ে জিনিস গরমও হয়, আবার ঠাণ্ডাও হয়, তার কাছ থেকে জ্ঞানলাভের কোনো আশা আছে কি?

১৮

এক পড়শী এসেছে নাসীরুদ্দীনের কাছে এক আর্জি নিয়ে।

'মোল্লাসাহেব, আপনার গাধাটা যদি কিছুদিনের জন্য ধার দেন ত বড় উপকার হয়।'

'মাপ করবেন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'ওটা আরেকজনকে ধার দিয়েছি।'

কথাটা বলামাত্র বাড়ির পিছন থেকে গাধা ডেকে উঠে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিল।

'সে কি মোল্লাসাহেব, ওটা আপনারই গাধার ডাক শুনলাম না?'

নাসীরুদ্দীন মহারাগে লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় বললে, 'আমার কথার চেয়ে আমার গাধার ডাককে যে বেশি বিশ্বাস করে, তাকে কোনোমতেই গাধা ধার দেওয়া চলে না।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ১৯ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

মোল্লা এখন কাজী, সে আদালতে বসে। একদিন এক বুড়ী তার কাছে এসে বললে, 'আমি বড়ই গরীব। আমার ছেলেকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি কাজীসাহেব। সে মুঠো মুঠো চিনি খায়, তাকে আর চিনি জুগিয়ে কুলে পাচ্ছি না। আপনি হুকুম দিয়ে তার চিনি খাওয়া বন্ধ করুন। সে আমার কথা শোনে না।'

মোল্লা একটু ভেবে বললে, 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক হপ্তা পরে এসো, আমি একটু বিবেচনা করে তারপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবো।'

বুড়ী হুকুমমতো এক হপ্তা পরে আবার এসে হাজির! মোল্লা তাকে দেখে মাথা নাড়লে।—'এ বড় জটিল মামলা। আরো এক হপ্তা সময় দিতে হবে আমাকে।'

আরো সাত দিন পরেও সেই একই কথা। অবশেষে ঠিক এক মাস পরে মোল্লা বুড়ীকে বললে, 'কই, ডাকো তোমার ছেলেকে।'

ছেলেটি আসতেই মোল্লা তাকে হুঙ্কার দিয়ে বললে,

'দিনে আধ ছটাকের বেশি চিনি খাওয়া চলবে না। যাও।'

বুড়ী মোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, 'একটা কথা জিগ্যেস করার ছিল, কাজীসাহেব।'

'বলো।'

'এই নিয়ে চারবার ডাকলেন কেন আমাকে? এর অনেক আগেই ত আপনি এ হুকুম দিতে পারতেন।'

'তোমার ছেলেকে হুকুম দেবার আগে আমার নিজের চিনি খাওয়ার অভ্যেসটা কমাতে হবে ত!' বললে নাসীরুদ্দীন।

২০

এক ধনীর বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসীরুদ্দীন সেখানে গিয়ে হাজির।

ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রুপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছেন হোমরা-চোমরা সব খাইয়েরা। নাসীরুদ্দীন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোশাক

দেখে তাকে ঘরের এক কোনায় ঠেলে দিলেন। নাসীরুদ্দীন বুঝলে সেখানে খাবার পৌঁছতে হয়ে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণিমুক্তো বসানো আলিশান পাগড়ি বার করে পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।

এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসীরুদ্দীনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসীরুদ্দীন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিলে। পাশে বসে-ছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।'

'অর্থ ,খুবই সোজা', বললে নাসীরুদ্দীন। 'এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব সে কি হয়?'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ২১ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

মোল্লাগিন্নী একটা শব্দ পেয়ে ছুটে গেছে তার স্বামীর ঘরে।

'কী হল? কিসের শব্দ?'

'আমার জোব্বাটা মাটিতে পড়ে গেস্‌ল', বললে মোল্লাসাহেব।

'তাতেই এত শব্দ?'

'আমি ছিলাম জোব্বার ভেতর।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ২২ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

বোগদাদের খালিফের প্রাসাদে ভোজ হবে, তিন হাজার হোমরা-চোমরার নেমন্তন্ন হয়েছে। ঘটনাচক্রে নাসীরুদ্দীনও সেই দলে পড়ে গেছে।

খালিফের বাড়িতে ভোজ, চাট্টিখানি কথা নয়। অতিথি সৎকারে খালিফের জুড়ী দুনিয়ায় নেই। তেমনি তাঁর বাবুর্চিটিও একটি প্রবাদপুরুষ। তার রান্নার যেমনি স্বাদ, তেমনি গন্ধ, তেমনি চেহারা।

সব খাদ্যের শেষে বিরাট বিরাট পাত্রে এল একেকটি আস্ত ময়ূর। দেখে মনে হবে ময়ূর বুঝি জ্যান্ত, যদিও আসলে সেগুলো রোস্ট করা। ডানা, ঠোঁট, পুচ্ছ সবই আছে, আর সবকিছুই তৈরি রঙবেরঙের উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে।

নিমন্ত্রিতেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে রন্ধনশিল্পের এই অপূর্ব নিদর্শনের দিকে, কেউই যেন আর খাবার কথা ভাবছেনা।

নাসীরুদ্দীনের খিদে এখনো মেটেনি। সে কিছুক্ষণ ব্যাপার-স্যাপার দেখে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল,

'এই বিচিত্র প্রাণীটি আমাদের ভক্ষণ করার আগে আমাদেরই এটিকে ভক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ২৩ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবলে, 'আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এঁর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়।'

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী; ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তাঁর ধর্ম।

নাসীরুদ্দীন বললে, ঈশ্বরের সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।'

একথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, 'আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না ত কে থাকবে?'

নাসীরুদ্দীন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানান কসরৎ শিক্ষা করলে। শেষে একদিন যোগী বললেন, 'আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।'

'একান্তই শুনবেন?'

'হে গুরু!' বললেন যোগী, 'শোনার জন্য আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।'

'তবে শুনুন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বঁড়শীতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।'

✲✲✲✲✲✲✲✲✲ ২৪ ✲✲✲✲✲✲✲✲✲

একদিন এক জ্ঞাতি এসে নাসীরুদ্দীনকে একটা হাঁস উপহার দিলে। নাসীরুদ্দীন ভারী খুশি হয়ে সেটার মাংস রান্না করে জ্ঞাতিকে খাওয়ালে।

কয়েকদিন পরে মোল্লাসাহেবের কাছে একজন লোক এসে বললে, 'আপনাকে যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তাঁর বন্ধু।'

নাসীরুদ্দীন তাকেও মাংস খাওয়ালে।

এরপর আরেকদিন আরেকজন এসে বলে, 'আপনাকে

যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধু।' নাসীরুদ্দীন তাকেও খাওয়ালে।

তারপর এল বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু। মোল্লাসাহেব তাকেও খাওয়ালে।

এর কিছুদিন পরে আবার দরজায় টোকা পড়ল। 'আপনি কে?' দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলে নাসীরুদ্দীন।

'আজ্ঞে মোল্লাসাহেব, যিনি আপনাকে হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু।

'ভেতরে আসুন', বললে নাসীরুদ্দীন, 'খাবার তৈরিই আছে।'

অতিথি মাংসের ঝোল দিয়ে পোলাও মেখে একগ্রাস খেয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'এটা কিসের মাংস মোল্লাসাহেব?'

'হাঁসের বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর', বললে নাসীরুদ্দীন।

২৫

নাসীরুদ্দীন একদিন রাজসভায় হাজির হল মাথায় এক বিশাল বাহারের পাগড়ি পরে। তার মতলব সে রাজাকে পাগড়িটা বিক্রি করবে।

'তোমার ওই আশ্চর্য পাগড়িটা কত মূল্যে খরিদ করলে মোল্লাসাহেব?' রাজা প্রশ্ন করলেন।

'সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, শাহেন শা!'

এক উজীর মোল্লার মতলব আঁচ করে রাজার কানে ফিসফিস্ করে বললে, 'মূর্খ না হলে কেউ ওই পাগড়ির জন্য অত দাম দিতে পারে না, জাঁহাপনা।'

রাজা মোল্লাকে বললেন, 'অত দাম কেন? একটা পাগড়ির জন্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যে অবিশ্বাস্য।'

'মূল্যের কারণ আর কিছুই না, জাঁহাপনা', বললে নাসীরুদ্দীন, 'আমি জানি দুনিয়ায় কেবল একজন বাদশাই আছেন যিনি এই পাগড়ি খরিদ করতে পারেন।'

তোষামোদে খুশি হয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ মোল্লাকে দুহাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবার ব্যবস্থা করে নিজে পাগড়িটা কিনে নিলেন।

মোল্লা পরে সেই উজীরকে বললে, 'আপনি পাগড়ির মূল্য জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি রাজাদের দুর্বলতা কোথায়।'

২৬

নাসীরুদ্দীন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, 'তুমি অযথা সময় নষ্ট কর কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একবারে সব কাজ সেরে আসবে।'

একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসীরুদ্দীনকে ডেকে বললেন, 'হাকিম ডাক।'

নাসীরুদ্দীন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।

মনিব বললেন, 'হাকিম কই?'

'তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরো আছেন,' বললে নাসীরুদ্দীন।

'আরো কেন?'

'আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই, আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ২৭ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

থলেতে একঝুড়ি ডিম লুকিয়ে নিয়ে নাসীরুদ্দীন চলেছে ভিন্‌দেশে। সীমানায় পৌঁছতে শুল্ক বিভাগের লোক তাকে ধরলে। নাসীরুদ্দীন জানে ডিম চালান নিষিদ্ধ।

'মিথ্যে বললে মৃত্যুদণ্ড', বললে শুল্ক বিভাগের লোক। 'তোমার থলেতে কী আছে বল।'

'প্রথম অবস্থার কিছু মুরগী', বললে মোল্লাসাহেব।

'হুম—সমস্যার কথা। মুরগী চালান নিষিদ্ধ কিনা

খোঁজ নিতে হবে, তারপর ব্যাপারটার মীমাংসা হবে। ততদিন এ থলি রইল আমাদের জিম্মায়। ভয় নেই, তোমার মুরগীকে উপোস রাখবনা আমরা।'

'কিন্তু আমার মুরগীর জাত যে একটু আলাদা', বললে নাসীরুদ্দীন।

কিরকম?'

'আপনারা ত শুনেছেন অবহেলার দরুন মুরগীর অকাল বার্ধক্য আসে।'

'তা শুনেছি বটে।'

'আমার মুরগীকে ফেলে রাখলে সেগুলো অকালে শিশু হয়ে যায়!'

'শিশু মানে?'

'একেবারে শিশু,' বললে নাসীরুদ্দীন, 'যাকে বলে ডিম।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ২৮ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

মোল্লা মসজিদে গিয়ে বসেছে, তার জোব্বাটা কিঞ্চিৎ খাটো দেখে তার পিছনের লোক সেটাকে টেনে খানিকটা নামিয়ে দিলে। মোল্লাও তৎক্ষণাৎ তার সামনের লোকের জোব্বাটা ধরে নিচের দিকে দিলে এক টান। তাতে লোকটি পিছন ফিরে চোখ রাঙিয়ে বললে, 'এটা কী হচ্ছে?'

মোল্লা বললে, 'এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে আমার পিছনের লোক।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ২৯ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন মওকা বুঝে একজনের সবজির বাগানে গিয়ে হাতের সামনে যা পায় থলেতে ভরতে শুরু করেছে।

এদিকে মালিক এসে পড়েছেন। কাণ্ড দেখে তিনি

হন্তদন্ত নাসীরুদ্দীনের দিকে ছুটে এসে বললেন, ব্যাপারটা কী?'

নাসীরুদ্দীন বললে, 'ঝড়ে উড়িয়ে এনে ফেলেছে আমায় এখানে।'

'আর ক্ষেতের সবজিগুলোকে উপড়ে ফেলল কে?

'ওড়ার পথে ওগুলিকে খামচে ধরে তবে ত রক্ষা পেলাম।'

'আর সবজিগুলো থলের মধ্যে গেল কী করে?'

'সেই প্রশ্নই ত আমাকেও চিন্তায় ফেলেছিল, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩০ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

কারো মৃত্যু হলে শোক জানানোর জন্য কালো পোশাক পরে মোল্লার দেশের লোকেরা। মোল্লাকে সেই পোশাকে হাঁটতে দেখে একজন জিগ্যেস করলে, 'কেউ মরল নাকি, মোল্লাসাহেব?'

'সাবধানের মার নেই', বললে মোল্লাসাহেব, 'কোথায় কখন কে মরছে তা কি কেউ বলতে পারে?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩১ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন বাজারে গিয়ে এক নিলামদারের হাতে তার গাধাটিকে তুলে দিলে। সেটাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, তাই একটা নতুন গাধা কেনা দরকার।

আর পাঁচরকম জিনিস পাচার হয়ে যাবার পর গাধা যখন নিলামে উঠল, নাসীরুদ্দীন তখন কাছাকাছির মধ্যেই রয়েছে। নিলামদার হাঁক দিলে, 'এবার দেখুন এই অসামান্য,

অতুলনীয় গাধা। পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা কে দেবেন এর জন্য? মাত্র পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা!'

এক চাষা হাত তুললে। দর এত কম দেখে মোল্লাসাহেব নিজেই হেঁকে বসলেন, 'ছয় স্বর্ণমুদ্রা।'

ওদিকে অন্য লোকেও ডাকতে শুরু করেছে, আর নিলামদারও গাধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দর যত বাড়ে ততই বাড়ে গুণের ফিরিস্তি।

চাষা ও মোল্লাসাহেবের মধ্যে ডাকাডাকিতে গাধার দাম চড়ে চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রায় পেঁছে শেষটায় মোল্লাসাহেবেরই জিত হল। গাধার আসল দাম ছিল বিশ স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ লোকসান হল দ্বিগুণ।

কিন্তু তাতে কী এসে গেল? 'যে গাধার এত গুণ', বললে মোল্লাসাহেব. 'তার জন্য চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা ত জলের দর!'

৩২

নাসীরুদ্দীন নাকি বলে বেড়াচ্ছে যারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে তারা আসলে কিচ্ছু জানে না। এই খবর শুনে দেশের

সাতজন সেরা বিজ্ঞ নাসীরুদ্দীনকে রাজার কাছে ধরে এনে বললে, 'শাহেন শা, এই ব্যক্তি অতি দুর্জন। ইনি আমাদের বদনাম করে বেড়াচ্ছেন। এর শাস্তির ব্যবস্থা হোক।'

রাজা নাসীরুদ্দীনকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কিছু বলার আছে?'

'আগে কাগজ-কলম আনা হোক, জাঁহাপনা,' বললে নাসীরুদ্দীন।

কাগজ-কলম এল।

'এঁদের সাতজনকে একটি করে দেওয়া হোক।'

তাও হল।

'এবার সাতজনে আলাদা করে আমার প্রশ্নের জবাব লিখুন। প্রশ্ন হল—রুটির অর্থ কী?'

সাত পণ্ডিত উত্তর লিখে রাজার হাতে কাগজ দিয়ে দিলেন, রাজা পর পর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন।

পয়লা নম্বর লিখেছেন—রুটি একপ্রকার খাদ্য।

দুই নম্বর—ময়দা ও জলের সংমিশ্রণে তৈয়ারি পদার্থকে বলে রুটি।

তিন নম্বর—রুটি ঈশ্বরের দান।

চার নম্বর—একপ্রকার পুষ্টিকর আহার্যকে বলে রুটি।

পাঁচ নম্বর—রুটির অর্থ করতে গেলে আগে জানা দরকার, কোনপ্রকার রুটির কথা বলা হচ্ছে।

ছয় নম্বর—রুটির অর্থ এক মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই জানে।

সাত নম্বর—রুটির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

উত্তর শুনে নাসীরুদ্দীন বললে, 'জাঁহাপনা, যে জিনিস এঁরা প্রতিদিন খাচ্ছেন, তার মানে এঁরা সাতজন সাতরকম

করলেন, অথচ যে লোককে এঁরা কখনো চোখেই দেখেন নি তাকে সকলে একবাক্যে নিন্দে করছেন। এক্ষেত্রে কে বিজ্ঞ কে মূর্খ সেটা আপনিই বিচার করুন।'

রাজা নাসীরুদ্দীনকে বেকসুর খালাস দিলেন।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৩ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

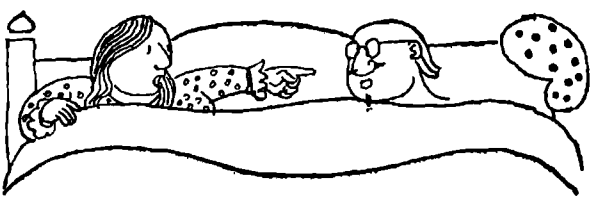

মোল্লাগিন্নী মাঝরাত্তিরে নাসীরুদ্দীনের ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী? চশমা পরে ঘুমোচ্ছ কেন?'

মোল্লা নতুন চশমা নিয়েছে। খাপ্পা হয়ে বললে, 'চোখে চাল্‌শে পড়েছে, চশমা ছাড়া স্বপ্ন দেখব কী করে?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৪ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন রাজাকে একটা সুখবর দেবে, তাই অনেক কসরৎ করে রাজসভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। রাজা খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'কী বকশিস চাও বল।'

'পঞ্চাশ ঘা চাবুক', বললে নাসীরুদ্দীন।

রাজা অবাক, তবে নাসীরুদ্দীন যে মসকরা করছে না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। হুকুম হল পঞ্চাশ ঘা চাবুকের।

পঁচিশ ঘায়ের পর নাসীরুদ্দীন বললে, 'থামো!'

চাবুক থামল। 'বাকি পঁচিশ ঘা পাবে আমার অংশীদার', বললে নাসীরুদ্দীন। 'রাজপেয়াদা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিল সুখবর পেয়ে রাজা বকশিস দিলে তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৫ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

রাজদরবারে নাসীরুদ্দীনের খুব খাতির।

একদিন খুব খিদের মুখে বেগুন ভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়ে রাজা নাসীরুদ্দীনকে বললেন, 'বেগুনের মতো এমন সুস্বাদু খাদ্য আর আছে কি?'

'বেগুনের জবাব নেই', বললে নাসীরুদ্দীন।

রাজা হুকুম দিলেন, 'এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।'

তারপর পাঁচদিন দুবেলা বেগুন খেয়ে ছ'দিনের দিন রাজা হঠাৎ বেঁকে বসলেন। খানসামাকে ডেকে বললেন,

'দূর করে দে আমার সামনে থেকে এই বেগুন ভাজা।'

'বেগুন অখাদ্য', সায় দিয়ে বললে নাসীরুদ্দীন।

রাজা একথা শুনে ভারী অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী মোল্লাসাহেব, তুমি যে এই সেদিনই বললে বেগুনের জবাব নেই!'

'আমি ত আপনার মোসাহেব, জাঁহাপনা', বললে নাসীরুদ্দীন, 'বেগুনের ত নই।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৬ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীনের দজ্জাল গিন্নী ফুটন্ত সুরুয়া এনে কর্তার সামনে রাখল তার জিভ পুড়িয়ে তাকে জব্দ করবে বলে, কিন্তু ভুলে সে নিজেই দিয়ে ফেলেছে তাতে চুমুক। ফলে তার চোখে জল এসে গেছে।

নাসীরুদ্দীন তাই দেখে বলে, 'হল কী? কাঁদছ নাকি?'

গিন্নী বললেন, 'মা মারা যাবার ঠিক আগে সুরুয়া খেয়েছিলেন, আহা! সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।'

এবার নাসীরুদ্দীনও সুরুয়ায় চুমুক দিয়েছে. আর তার ফলে তারও চোখ ফেটে জল।

'সে কি, তুমিও কাঁদছ নাকি?' শুধোলেন গিন্নী।

নাসীরুদ্দীন বললে, 'তোমায় জ্যান্ত রেখে তোমার মা মারা গেলেন, এটা কি খুব সুখের কথা?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৭ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, 'সূর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিতা অনেক বেশি।'

'কেন মোল্লাসাহেব?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে সবাই।

'চাঁদ আলো দেয় রাত্তিরে', বললে নাসীরুদ্দীন, 'দিনে আলোর দরকারটা কি শুনি?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৩৮ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন এক পড়শীর কাছে গিয়ে হাত পাতলে। 'এক গরীব তার দেনা শোধ করতে পারছে না। তার সাহায্যে যদি কিছু দ্যান।'

পড়শীর মনটা দরাজ, সে খুশি হয়ে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললে, 'আহা বেচারী! এই ঋণগ্রস্ত অভাগাটি কে, মোল্লাসাহেব?'

'আমি', বলে নাসীরুদ্দীন হাওয়া।

কিছুদিন পরে নাসীরুদ্দীন আবার সেই পড়শীর কাছে এসে হাত পেতেছে। পড়শী একবার ঠকে সেয়ানা হয়ে গেছে। বললে, 'বুঝেছি। দেনাদারটি এবারও তুমিই ত?'

'আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন। এবার সত্যিই আমি না।'

পড়শীর আবার মন ভিজল। নাসীরুদ্দীনের হাতে

টাকা দিয়ে বললে, 'এবার কার দুঃখ দূর করতে যাচ্ছ মোল্লাসাহেব?'

'আজ্ঞে, আমার।'

'কিরকম?'

'আজ্ঞে এই অধম এবার পাওনাদার।'

৩৯

নাসীরুদ্দীন তার এক বন্ধুকে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকেছে দুধ খাবে বলে। পয়সার অভাব, তাই এক গেলাস দুধ দুজন আধাআধি করে খাবে।

বন্ধু বললে, 'তুমি আগে খেয়ে নাও তোমার অর্ধেক। বাকিটা আমি পরে চিনি দিয়ে খাব।'

'চিনিটা আগেই দাও না ভাই', বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে দুজনেরই দুধ মিষ্টি হবে।'

বন্ধু মাথা নাড়লে। 'আধ গেলাসের মতো চিনি আছে আমার সঙ্গে, আর নেই।'

নাসীরুদ্দীন সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করে

খানিকটা নুন নিয়ে এল। 'ঠিক আছে,' সে বললে বন্ধুকে, 'এই নুন ঢাললাম দুধে। আমি অর্ধেক নোনতা খাব, বাকি অর্ধেক মিষ্টি খেও তুমি।'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৪০ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼

নাসীরুদ্দীন একটা মনিহারী দোকানে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'এখানে পেরেক পাওয়া যায়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বললে দোকানদার।

'আর চামড়া?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।'

'আর সুতো?'

'যায়, আজ্ঞে।'

'আর রঙ?'

'তাও যায়।'

'তাহলে তুমি বসে না থেকে একটা জুতো তৈরি করে ফেলনা বাপু!'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৪১ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼

সরাইখানায় ক'জন সৈনিকের আগমন হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের বড়াই করছে। একজন বললে,

'খোলা তলোয়ার হাতে এমন তেজের সঙ্গে ছুটলাম আমি দুষমনদের দিকে যে তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমায় রোখে কার সাধ্য!'

সবাই একথা শুনে সমস্বরে বাহবা দিলে। নাসীরুদ্দীনও এককালে যুদ্ধ করেছে। সে বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার নিজের একটা যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়ছে। এক শত্রুর পা কেটে ফেলেছিলাম তলোয়ারের এক কোপে।'

তাই শুনে এক প্রবীণ যোদ্ধা বললে, 'ওইখানেই ত ভুল। কাটা উচিত ছিল মুণ্ডুটা।'

'মুণ্ডু না থাকলে আর মুণ্ডু কাটব কোত্থেকে?' বললে নাসীরুদ্দীন।

এক পড়শী মোল্লাসাহেবের কাছে একগাছ দড়ি ধার চাইতে এসেছে।

'পাবে না' বললে নাসীরুদ্দীন।

'কেন মোল্লাসাহেব?'

'দড়ি কাজে লাগছে।'

'ওটা ত মাটিতে পড়ে আছে আজ কদিন থেকে মোল্লাসাহেব।'

'ওটাই কাজ।'

পড়শী তবু আশা ছাড়ে না। বললে, 'কদিন চলবে কাজ মোল্লাসাহেব?'

'যদ্দিন না ওটা ধার দেওয়া দরকার বলে মনে করি' বললে নাসীরুদ্দীন।

নাসীরুদ্দীন তার পুরোন বন্ধু জামাল সাহেবের দেখা পেয়ে ভারী খুশি। বললে, 'বন্ধু, চল পাড়া বেড়িয়ে আসি।'

'লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার এই মামুলি পোশাক চলবে না', বললে জামাল সাহেব। নাসীরুদ্দীন তাকে একটি বাহারের পোশাক ধার দিলে।

প্রথম বাড়িতে গিয়ে নাসীরুদ্দীন গৃহকর্তাকে বললে, 'ইনি হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু জামাল সাহেব। এঁর পোশাকটা আসলে আমার।'

দেখা সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে জামাল সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোমার কেমনতরো আক্কেল হে! পোশাকটা যে তোমার সেটা কি না বললেই চলত না?'

পরের বাড়িতে গিয়ে নাসীরুদ্দীন বললে, 'জামাল সাহেব আমার পুরোন বন্ধু। ইনি যে পোশাকটা পরেছেন সেটা কিন্তু ওঁর নিজেরই।'

জামাল সাহেব আবার খাপ্পা। বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, 'মিথ্যে কথাটা কে বলতে বলেছিল তোমায়?'

'কেন?' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তুমি যেমন চাইলে

তেমনই ত বললাম।'

'না', বললেন জামাল সাহেব, 'পোশাকের কথাটা না বললেই ভালো।'

তিন নম্বর বাড়িতে গিয়ে নাসীরুদ্দীন বললে, 'আমার পুরোন বন্ধু জামাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি যে পোশাকটা পরেছেন সেটার কথা অবিশ্যি না বলাই ভালো।'

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼ ৪৪ ☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼

নাসীরুদ্দীনের ভারী শখ একটা নতুন জোব্বা বানাবে, তাই পয়সা জমিয়ে দরজির দোকানে গেল ফরমাস দিতে। দরজি মাপ নিয়ে বললে, 'আল্লা করেন ত এক সপ্তাহ পরে আপনি জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

নাসীরুদ্দীন এক সপ্তাহ কোনরকমে ধৈর্য ধরে তারপর আবার গেল দরজির দোকানে।

'একটু অসুবিধা ছিল মোল্লাসাহেব', বললে দরজি, 'আল্লা করেন ত কাল আপনি অবশ্যই জোব্বা পেয়ে যাবেন।'

পরদিন গিয়েও হতাশ। 'মাপ করবেন মোল্লাসাহেব' বললে দরজি, 'আর একটি দিন আমাকে সময় দিন। আল্লা করেন ত কাল সকালে নিশ্চয় রেডি পাবেন আপনার জোব্বা।'

নাসীরুদ্দীন এবার বললে, 'আল্লা না করে তুমি করলে জোব্বাটা কবে পাব সেটা জানতে পারি কি?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৪৫ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

মোল্লা এক ছোকরাকে মাটির কলসী দিয়ে পাঠালে কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে। 'দেখিস, কলসীটা ভাঙিসনি যেন', বলে একটা থাপ্পড় মারলে ছোকরার গালে।

এক পথচারী ব্যাপারটা দেখে বললে, 'কলসী না ভাঙতেই চড়টা মারলেন কেন মোল্লাসাহেব?'

'তোমার যা বুদ্ধি', বললে নাসীরুদ্দীন, 'ভাঙার পরে চড় মারলে কি আর কলসী জোড়া লেগে যাবে?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৪৬ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

এক প্রবীণ দার্শনিক সরাইখানায় বসে বিলাপ করছেন,

'বিচিত্র জীব এই মানুষ। কোনো কিছুতেই তৃপ্তি নেই। শীতকালে বলে ঠাণ্ডায় মলাম, গ্রীষ্মে বলে গরমে প্রাণ আইঢাই।'

সবাই তার কথায় সায় দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'বসন্তের বিরুদ্ধে যার নালিশ আছে সে হাত তোল', বললে নাসীরুদ্দীন।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৪৭ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন আর তার গিন্নী একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে চোর এসে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেছে। গিন্নী ত রেগে আগুন। বললে, 'এ তোমার দোষ। সদর দরজায় তালা দাওনি তাই এই দশা।'

পড়শীরাও সেই একই সুর ধরলে। একজন বললে, 'জানালাগুলোও ত ভালো করে বন্ধ করনি দেখছি।'

আরেকজন বললে, 'চোর আসতে পারে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।'

আরেকজন বললে, 'দরজার তালাগুলোও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।'

'কী আপদ!' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তোমরা দেখছি শুধু আমার পেছনেই লাগতে শুরু করলে।'

'দোষ ত তোমারই মোল্লাসাহেব', পড়শীরা বললে।

'বটে?' বললে নাসীরুদ্দীন, 'আর চোরের বুঝি দোষ নেই?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৪৮ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন এক আমীরের বাড়ি গেছে দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলতে। দারোয়ানকে বললে, 'তোমার মনিবকে গিয়ে

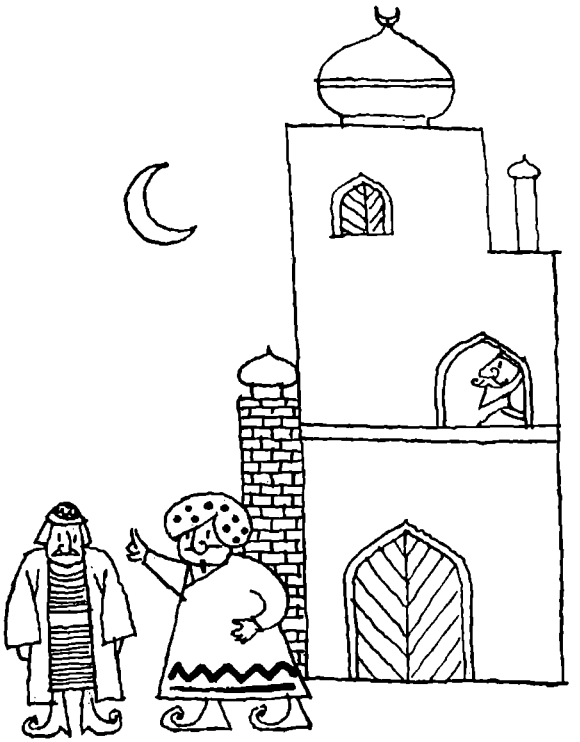

বল মোল্লাসাহেব চাঁদা নিতে এসেছেন।'

দারোয়ান ভিতরে গিয়ে মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে বলল, 'আজ্ঞে, মনিব একটু বাইরে গেছেন।'

'তাহলে তোমায় একটা কথা বলে যাই', বললে নাসীরুদ্দীন, 'তোমার মনিব এলে তাঁকে বোল যে বেরোবার সময় তাঁর মুণ্ডুটা যেন জানালার ধারে রেখে না যান। কখন চোর আসে বলা কি যায়!'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৪৯ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন হামামে গেছে গোসল করতে। পরিচারক তার ছেঁড়া পোশাক দেখে আধখানা সাবান আর একটা ময়লা তোয়ালে ছুঁড়ে দিলে তার দিকে।

নাসীরুদ্দীন কিন্তু যাবার সময় তাকে ভালোরকম বকশিস দিয়ে গেল। পরিচারক ভাবলে, 'এ কেমন হল? খাতির না করেই যদি এত পাওয়া যায় তাহলে খাতির করলে না জানি কত মিলবে!'

পরের সপ্তাহে নাসীরুদ্দীন আবার গেছে হামামে। এবার তাকে দেখেই পরিচারক একেবারে বাদশার হালে তার তোষামোদ করেছে। আচ্ছা রকম দলাই-মালাই করে, গায়ে আতর ছিটিয়ে দিয়ে, কাজের শেষে হাত পাততেই নাসীরুদ্দীন তাকে একটি তামার পয়সা দিয়ে বললে, 'গতবারের জন্য এই বকশিস। এবারেরটা ত আগেই দেওয়া আছে।'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৫০ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন বাজার গিয়ে দেখে সারি সারি খাঁচায় ময়না বিক্রি হচ্ছে, সেগুলির দাম একেকটা পঞ্চাশ টাকা।

পরদিন সে তার ধাড়ি মুরগীটাকে নিয়ে বাজারে হাজির, ভাবছে সেটাকে বিক্রি করে মোটা টাকা পাবে।

যখন দেখল যে পাঁচ টাকার বেশি দাম দিতে চায় না কেউ, তখন সে তম্বি শুরু করলে। তাই দেখে একজন লোক এসে তাকে বললে, 'মোল্লাসাহেব, কালকের পাখিগুলো যে কথা বলতে পারে, তাই এত দাম। তোমার মুরগী কথা বলে কি?'

নাসীরুদ্দীন চোখ রাঙিয়ে বললে, 'পুঁচকে পাখি

বক্‌বক্‌ করে কানের পোকা নড়িয়ে দিলে তার হয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা দাম, আর আমার এত বড় মুরগী নিজের ভাবনা নিয়ে চুপচাপ থাকে বলে তার কদর নেই? যত সব ইয়ে!'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৫১ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন বাজার থেকে খাবার আনে, আর তার গিন্নী সেগুলো লুকিয়ে এক বন্ধুকে দিয়ে দেয়।

'ব্যাপার কি বল ত?' একদিন মোল্লা বললে—'খাবার-গুলো যায় কোথায়?'

'বেড়ালে চুরি করে', বললেন গিন্নী।

কথাটা শুনেই নাসীরুদ্দীন তার সাধের কুড়ুলটা এনে আলমারির ভিতর লুকিয়ে ফেললে।

'ওটা কী হল?' জিগ্যেস করলেন গিন্নী।

'বেড়াল যদি দশ পয়সার খাবার চুরি করতে পারে' বললে নাসীরুদ্দীন, 'তাহলে দশ টাকার কুড়ুলটা বাইরে ফেলে রাখি কোন ভরসায়?'

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৫২ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

এক চোর নাসীরুদ্দীনের বাড়িতে ঢুকে তার প্রায় সর্বস্ব চুরি করে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে।

নাসীরুদ্দীন রাস্তা থেকে সব দেখে একটি কম্বল কাঁধে নিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।

'কে হে তুমি?' চোর জিগ্যেস করলে, 'আমার বাড়িতে কেন?'

'আমার জিনিস যখন সবই এখানে', বললে নাসী-

রুদ্দীন, এখন থেকে এটাই আমার বাড়ি নয় কি?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৫৩ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡

সুসংবাদ দিলে বকশিস পায় জেনে একজন লোক নাসীরুদ্দীনকে গিয়ে বললে, 'তোমার জন্য খুব ভালো খবর আছে, মোল্লাসাহেব।'

'কী খবর?'

'তোমার পাশের বাড়িতে পোলাও রান্না হচ্ছে।'

'তাতে আমার কী?'

'তোমাকে সে পোলাওয়ের ভাগ দেবে বলছে।'

'তাতে তোমার কী?'

✡✡✡✡✡✡✡✡✡ ৫৪ ✡✡✡✡✡✡✡✡✡

নাসীরুদ্দীন একটি সরাইখানার তত্ত্বাবধায়কের কাজে বহাল হয়েছে। একদিন সেখানে স্বয়ং সম্রাট সদলবলে এসে

বললেন তিনি ডিমভাজা খাবেন।

খাওয়া শেষ করে শাহেন শা নাসীরুদ্দীনকে বললেন, 'এবার আমরা শিকারে যাব। বল কত দিতে হবে তোমাদের ?'

'জাঁহাপনা', বললে নাসীরুদ্দীন, 'ডিমভাজার জন্য লাগবে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।'

সম্রাটের চোখ কপালে উঠল। 'ডিম কি এখানে এতই দুষ্প্রাপ্য ?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে না জাঁহাপনা', বললে নাসীরুদ্দীন। 'ডিম দুষ্প্রাপ্য নয়। দুষ্প্রাপ্য হল সম্রাটের মত খদ্দের।'

৫৫

নাসীরুদ্দীনের গানবাজনা শেখার শখ হয়েছে। এক জবরদস্ত ওস্তাদের কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলে, 'আপনি বাদ্যযন্ত্র শেখাতে কত নেন ?'

'প্রথম মাসে তিন রৌপ্যমুদ্রা, তারপর থেকে প্রতিমাসে এক রৌপ্যমুদ্রা।'

'বেশ, তাহলে দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু করব আমি', বললে নাসীরুদ্দীন।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৫৬ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

নাসীরুদ্দীন নদীর ধারে বসে আছে, এমন সময় দেখে ন'জন অন্ধ নদী পেরোবার তোড়জোড় করছে।

নাসীরুদ্দীন তাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে জনপিছু এক পয়সা করে নিয়ে সে ন'জনকে পরপর কাঁধে করে পার করে দেবে। অন্ধরা রাজি হয়ে গেল।

নাসীরুদ্দীন আটজনকে পার করে ন' নম্বরের বেলায় মাঝনদীতে হোঁচট খেতে পিঠের অন্ধ জলে তলিয়ে গেল।

বাকি আটজন দেরি দেখে ওপার থেকে চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলে, 'কী হল মোল্লাসাহেব?'

'এক পয়সা বাঁচল তোমাদের', বললে নাসীরুদ্দীন।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ৫৭ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆

এক সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নাসীরুদ্দীন কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গুনলে। নির্ঘাৎ এরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাহেন শা-র ফৌজে ভর্তি করে দেবে।

রাস্তার পাশেই গোরস্থান; নাসীরুদ্দীন এক দৌড়ে তাতে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।

ঘোড়সওয়াররা কৌতূহলী হয়ে গোরস্থানে ঢুকে দেখে নাসীরুদ্দীন একটা কবরের ধারে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। 'এখানে কী হচ্ছে মোল্লাসাহেব?' তারা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

নাসীরুদ্দীন বুঝলে তার আঁচে গলতি হয়েছে। সে বললে, 'সব প্রশ্নের ত আর সহজ উত্তর হয় না। যদি বলি

যে তোমাদের জন্যেই আমার এখানে আসা, আর আমার জন্যেই তোমাদের এখানে আসা, তাহলে কিছু বুঝবে ?'

34,904